দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 14 2002

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল নির্ধারণ প্রসঙ্গে

বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা অ্যান্ড কম্পিউটার কোর্স চালু করা হয়েছে। কোর্সটি চারটি সেমিষ্টারে বিভক্ত। এর নিয়ম হচ্ছে, প্রতি সেমিষ্টারেই পাস করতে হয় এবং প্রত্যেক সেমিষ্টারের ফলাফল শেষ সেমিষ্টার অর্থাৎ চতুর্থ সেমিষ্টারের সঙ্গে যোগ করে ফলাফল নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কোনো পরীক্ষার্থী শেষ সেমিস্টার অর্থাৎ চতুর্থ সেমিস্টারে কোনো বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, তবে পুরো এক বছর অপেক্ষা করে পরের বছর ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে এবং ওই বিষয়ে কৃতকার্য হলে সমস্ত বিষয়ে যদি গড় নম্বর ৬০% ৭০% বা ৮০% থাকে, তবে তাকে দ্বিতীয় বিভাগ দেয়া হবে। আবার যদি কারো নম্বর ৪৫% বা ৫৫% থাকে, সে-ও দ্বিতীয় বিভাগই পাবে। আমার বোন ১৯৯৯-২০০০ সনে ঐ কোর্সে ভর্তি হয় এবং যথানিয়মে সে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সেমিষ্টার এবং ২০০১ সালে শেষ সেমিস্টার অর্থাৎ ৪র্থ সেমিস্টার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমিস্টারে সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু চতুর্থ সেমিস্টারে এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। তারপরও তার গড় নম্বর ৭০%-এর ওপরে। কিন্তু এ অবস্থায় কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো পরের বছর এক বিষয়ে পরীক্ষা দিলেই চলবে এবং তার নম্বর যাই থাকুক না কেন সে ওই বিষয়ে কৃতকার্য হলে তাকে দ্বিতীয় বিভাগ দেয়া হবে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এদিকে বর্তমানে সব কয়টি শিক্ষা বোর্ড ঘোষণা করেছে যে, যদি কোনো ছাত্র/ছাত্রী এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয় এবং পরের বছর ওই বিষয়ে কৃতকার্য হয়, তবে তার ডিভিশনের কোনো পরিবর্তন হবে না। অথচ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড নিজস্ব সিদ্ধান্তে অনড়। পরিশেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন এই যে, অসম প্রতিযোগিতার এই যুগে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে অন্যান্য শিক্ষাবোর্ডের মতোই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সকল শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করুন।

মোঃ আমিনুল ইসলাম,
গ্রাম: বাহাদীপুর, উপজেলা: ভূঞাপুর,
জেলা: টাঙ্গাইল।